একজন মানুষ: যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক

অধ্যাপক গোলাম আযম

একজন মানুষ : যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়
আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২, কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা।

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২, কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৩১০৭৪

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর-২০০৫

শব্দ সংযোগ
তাসনিম কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণে
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : ৫ টাকা মাত্র

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর পরই যার মর্যাদা

আল্লাহ্ তায়ালার মহান মর্যাদার সঠিক উপলব্ধির যোগ্যতাও মানুষের নেই। সেই আল্লাহর নিকট যার সর্বোচ্চ মর্যাদা তিনি একজন মানুষই বটে।

সৃষ্টিজগতে মানবসৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতার মর্যাদাই সর্বোচ্চ ছিল। নূরের তৈরি কোটি কোটি ফেরেশতার মধ্যে হযরত জিবরাঈলের (আ.) মর্যাদা সবার উপর। কিন্তু মেরাজের সময় আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্যে যাবার পথে জিবরাঈল (আ.) শেষ প্রান্তে যেতে পারেননি। অথচ মাটির মানুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্য লাভে ধন্য হলেন।

এ মানুষটিকে যে যত পরিমাণ ভালবাসবে সে পরিমাণেই সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। সত্যিকার মুমীন হতে হলে তো সব মানুষের চেয়ে তাঁকেই বেশি ভালবাসতে হবে। এ ভালবাসা যত গভীর হবে ঈমানের মজা ততই অনুভূত হবে।

কার ভালবাসা কী পরিমাণ গভীর তা হিসাব করা সহজ। বাস্তব জীবনে সব অবস্থায় সব ব্যাপারে ঐ প্রিয়তম মানুষটির অনুকরণ ও অনুসরণ কী পরিমাণ করা গেল তা থেকেই ভালবাসার সঠিক মাত্রার প্রমাণ মিলে। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে তাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসার জযবা পয়দা করার উদ্দেশ্যেই এ পুস্তিকাটি রচিত।

গোলাম আযম
ডিসেম্বর-২০০৫

www.amarboi.org

সূচিপত্র

একজন মানুষ : যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক ৫
মানুষের আসল পরিচয় ৫
মানুষের দেহসত্তা ৬
রূহ ও দেহের দ্বন্দ্ব ৬
রূহের মর্যাদা ৭
নবীর রূহের মর্যাদা ৭
নবীর দেহও কি নূরের তৈরি? ৮
সঠিক সিদ্ধান্ত ৮
নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস ৯
মানুষের জন্য অপরিহার্য মৌলিক জ্ঞান ১০
বিজ্ঞান ও ওহির জ্ঞানে পার্থক্য ১১
উপরোক্ত মৌলিক প্রশ্নের জওয়াব কে দেবে? ১২
তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক ১৩
আল্লাহ তায়ালার আজব হিকমত ১৪
রাসূল (সা)-এর সাথে মুমিনের সম্পর্ক ১৫
কোন অজুহাত তোলার সুযোগ নেই ১৫
রাসূল (সা)-কে সবচাইতে বেশি ভালবাসতে হবে কেন? ১৬

www.amarboi.org

একজন মানুষ : যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মানুষই ছিলেন। তিনি মানবসত্তার উর্ধ্বে কোন অতি মানব ছিলেন না। আর সব মানুষের মতোই তিনি পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভের মাধ্যমে দুনিয়ায় এসেছেন। সব মানুষের মতোই তাঁরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটাতে হতো, রোগ-ব্যাধি হতো এবং দুঃখ-বেদনা ভোগ করতে হতো।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে বলেছেন, 'হে রাসূল আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতোই মানুষ, তবে আমার ওপর ওহি নাযিল হয়।' অর্থাৎ তোমাদেরকে যেমন মাটি থেকে পয়দা করা হয়েছে, আমাকেও তাই। সব দিক দিয়েই আমি আর সব মানুষের মতোই একজন মানুষ। কিন্তু আমার সাথে তোমাদের একটি দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। সেটা হলো আমার প্রতি ওহি নাযিল হয়। তোমাদের ওপর ওহি আসে না।

মানুষের আসল পরিচয়

মানুষের দেহসত্তাটি আসল মানুষ নয়। দৈহিক আকৃতিতে মায়ের পেটে যে মানুষটি গড়ে ওঠে তার আসল সত্তাকে বহুকাল পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরা আল-আরাফ-এর ১৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে (হে রাসূল! জনগণকে ঐ সময়ের কথা মনে করিয়ে দিন) যখন আপনার রব বনী আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, 'আপনি অবশ্যই আমাদের রব। আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।' আমি এ ব্যবস্থা এ জন্যই করেছি যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, 'আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।'

যত মানুষ এ পর্যন্ত পয়দা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যত মানুষ পয়দা হবে সকলেই ঐ সময় উপস্থিত ছিল যখন আল্লাহ ঐ প্রশ্ন করেন। এই লেখক এবং এই লেখার পাঠক-পাঠিকাগণও সেখানে হাজির অবস্থায় প্রশ্নের ঐ জওয়াব দিয়েছেন। সে কথা এখন আমাদের মনে নেই। মনে নেই বলেই রাসূলের মাধ্যমে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় আসার পরে শৈশবকালের প্রথম কয়েক

www.amarboi.org

বছরের কোন কথাই আমাদের মনে নেই। আর কতকাল পূর্বের রূহ-জগতের কথা মনে থাকা আরও অসম্ভব।

সৃষ্টিগত হিসাবে সব মানুষের বয়সই সমান। দুনিয়ায় কেউ আগে এসেছে এবং কেউ পরে। মানুষের জীবন তো এ দুনিয়ায় শুরু হয়নি। মৃত্যুর পর তো জীবন শেষ হবে না। এ জীবন একবার শুরু হওয়ার পর আর শেষ হবে না।

কুরআনে এ সত্তাটিকে রূহ বলা হয়েছে। এ সত্তাটিই আসল মানুষ। এটা নৈতিক সত্তা। এ সত্তাই ভাল ও মন্দ সম্পর্কে চেতনা রাখে। দেহের তাড়নায় কোন মন্দ-কাজ হয়ে গেলে এ সত্তাটি বলে দেয় যে এ কাজটি করা উচিত হয়নি। এই চেতনার নামই বিবেক।

মানুষের দেহসত্তা

আসল মানুষ হলো নৈতিক সত্তা, আর দেহ হলো বস্তুসত্তা। বস্তুগত উপাদানেই এ দেহ গঠিত। দেহের পুষ্টির প্রয়োজনে আমরা খাদ্য ও পানীয় হিসাবে যা খাই তাতে যেসব বস্তুগত উপাদান রয়েছে, আমাদের দেহ ঐসব উপাদান দিয়েই সৃষ্ট। তাই দেহ সম্পূর্ণই বস্তুগত সত্তা। কিন্তু রূহ বস্তুসত্তার উর্ধ্বে। সূরা সোয়াদের (৩৭ নং সূরা) ৭১ ও ৭২ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে রাসূল! যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ বানাবো, যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে দেবো, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেয়ো।'

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে আদমের দেহ বস্তুসত্তা দিয়ে সৃষ্ট, কিন্তু তাঁর রূহ এমন এক বিশেষ সৃষ্টি যা আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে দিলেন। এটা অবশ্য আল্লাহর সত্তার কোন অংশ নয়। আল্লাহর সৃষ্টি। আমরা ফুঁ দিয়ে যে বাতাস বের করি তা আমাদের দেহের অংশ নয়, তা আমাদের সৃষ্টি মাত্র।

রূহ ও দেহের দ্বন্দ্ব

রূহই আসল মানুষ। এটা নৈতিক সত্তা। আল্লাহর সাথে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। রূহ মানুষকে আল্লাহর দিকে টানে। দেহ বস্তুসর্বস্ব বলে সে বস্তুজগতের দিকে টানে। আল্লাহ তায়ালা দেহের ভোগের জন্য যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সবের প্রতি এর আকর্ষণ স্বাভাবিক। এ আকর্ষণের নামই হলো নাফস। খিদে লাগলে সে খাবার চায়, পিপাসায় পানীয় চায়, গরমে ঠাণ্ডা ও শীতে গরম চায়, সুন্দর যা-কিছু

www.amarboi.org

তা দেখতে আগ্রহী, মিষ্ট আওয়াজ শুনলে কান খাড়া হয়। এ সবই দেহের দাবি। দেহের এসব দাবিকেই কুরআনের ভাষায় নাফস বলা হয়।

দেহের কোন নৈতিক চেতনা নেই। তাই এর দাবি নৈতিক সীমা মেনে চলে না। রূহ হলো নৈতিক চেতনা। তাই দেহের দাবিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রূহ ভূমিকা পালন করে। রূহ দুর্বল হলে এ কাজে সে ব্যর্থ হয়। নাফস ও রূহের এ লড়াই সম্পর্কে আমাদের সবারই তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। নাফস ও রূহের মধ্যে ভারসাম্য কায়েম রাখার বিধান হিসাবেই আল্লাহ শরীয়ত দান করেছেন। এ ভারসাম্য বজায় না থাকলে দেহের টানে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যেতে পারে। আবার রূহের টানে মানুষ সংসারত্যাগী বৈরাগী ও সন্নাসী হয়ে যায়।

রূহের মর্যাদা

রূহের একটা শক্তি আছে বলেই বস্তুজগতের এত তীব্র আকর্ষণ সত্ত্বেও মানুষ বৈরাগী হয়। অবশ্য কুরআন বলছে যে যারা বৈরাগ্য জীবন বরণ করে নেয় তারা শেষ পর্যন্ত এতে সফল হতে পারে না।

তবে একথা অবশ্যই সত্য যে কোন মানুষই রূহ শূন্য নয়। যত বড় অপরাধীই হোক অপরাধ সম্পর্কে সে চেতনা হারায় না। সে তার রূহকে ফাঁকি দিতে অক্ষম। অপরাধকে দোষণীয় বলে, চেতনা আছে বলেই অপরাধী গোপনে মন্দ কাজ করে এবং আইন ও পুলিশ থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়।

এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে মানুষ পশুর মতো দেহ-সর্বস্ব নয়। মানুষ ও পশুতে আসল পার্থক্য এখানেই, রূহ বস্তুজগতের অতি ঊর্ধ্বের এক পবিত্র চেতনা।

এ চেতনাকে যারা সযত্নে লালন করে নাফসকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় তারাই আল্লাহর অলী হিসাবে গণ্য। তাদের নাফসই নাফসে মুৎমাইন্নার মর্যাদা পায়। তাদের মর্যাদা ফেরেশতার চাইতেও বেশি। ফেরেশতারা মন্দ কাজ করতে অক্ষম। তাই সব সময়ই নেক কাজ করা সত্ত্বেও তারা কোন পুরস্কার পাবে না। কারণ এতে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। মন্দ কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের নেক কাজ করার কৃতিত্ব রয়েছে বলেই তারা পুরস্কার পাবে। পুরস্কার ও তিরস্কার মানুষেরই প্রাপ্য। ফেরেশতাদের নয়। দোযখে ফেরেশতা থাকবে শাস্তির জন্য নয়, যেমন জেলে পুলিশ ডিউটি পালন করে।

নবীর রূহের মর্যাদা

একজন মানুষ যদি নাফসের ওপর বিজয়ী হয়ে আল্লাহর অলীর মর্যাদা লাভ করতে পারে তাহলে যাকে নবী ও রাসূলের মর্যাদা দেয়া হয় তাঁর রূহ অবশ্যই

www.amarboi.org

অনেক অনেক উন্নতমানের। ওহির মর্যাদা তো আরও অনেক উচ্চ। কুরআনে ওহির মাধ্যমে প্রেরিত জ্ঞানকে নূর বলা হয়েছে। নূর মানে আলো। ওহি এমন উজ্জ্বল আলো যার সাহায্যে জীবনে চলার সঠিক পথ চেনা যায়।

মানুষের রূহও এমন এক আলো যার সাহায্যে ভাল ও মন্দ চেনা যায়। মানুষ মন্দ কাজ করলে রূহ বা বিবেক তা মন্দ বলে ঘোষণা করে। তবুও যারা মন্দটাই করতে থাকে তাদের বিবেক দুর্বল হলেও মরে যায় না। বিবেকের দংশন অবশ্যই হয়। নাফসের তাড়নায় মানুষ মন্দ কাজ করে বটে, কিন্তু তা যে মন্দ সে কথা সে জানে।

সাধারণ মানুষের রূহই যদি নূর হয় তাহলে রাসূলের রূহ অনেক উন্নতমানের নূর। আর রাসূল হিসেবে তিনি যে ওহি লাভ করেন তা তো নূরেরই সাগর।

নবীর দেহও কি নূরের তৈরি?

একশ্রেণীর ওলামা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় দাবি করেন, মুহাম্মাদ (সা) মাটির তৈরি নন, নূরের তৈরি। এ জাতীয় ওলামার সংখ্যা কম নয়। তাঁরা নিজেদেরকে খাঁটি সুন্নী বলে দাবি করেন এবং যারা রাসূলকে নূরের তৈরি বলে স্বীকার করে না তাদেরকে রীতিমতো দোষী সাব্যস্ত করেন। একটি টিভি চ্যানেল এ জাতীয় ওলামাদেরকে তাদের শিরকী ও বিদআতী চিন্তাধারা প্রচারের সুযোগ করে দিয়েছে। ঐ চ্যানেলটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মালিকানায় ও কর্তৃত্বে পরিচালিত। ঐ ওলামাগণের অনেক মাদরাসা রয়েছে। তাঁরা ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে বিরাট আকারে বর্ণাঢ্য আয়োজনে জশনে-জুলস করেন এবং ঐ দিনটিকে সকল ঈদের চেয়ে বড় ঈদের দিন বলে ঘোষণা করেন। অথচ রাসূল (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নামে দু'টো ঈদের দিন ঘোষণা করেছেন।

আমি একদিন উক্ত টিভি চ্যানেলে একজন আলেমকে অত্যন্ত আফসোস করে বলতে শুনেছি যে অনেক সাহাবায়ে কিরামের কবরে সুরম্য দালান ছিল যা সৌদি সরকার ধ্বংস করে দিয়েছে। আর একজন আলেম রাসূল (সা)-এর দেহ নিঃসন্দেহে নূরের তৈরি বলে দাবি করেছেন।

এ দাবি অসার, অযৌক্তিক ও মিথ্যা প্রমাণ করে ধামতী কামিল মাদ্রাসার সাবেক শায়খুল হাদিস মাওলানা ফজলুল করীম এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। ২৫৬ পৃষ্ঠার ঐ গ্রন্থটির নাম 'তাওহীদ-রিসালাত ও নূরে মুহাম্মাদীর সৃষ্টি রহস্য'। গ্রন্থটি জানুয়ারি ১৯৯১ সালে প্রকাশিত।

www.amarboi.org

সঠিক সিদ্ধান্ত

এ জাতীয় ফিতনা আছে বলেই মানুষের আসল পরিচয়, মানুষের দেহসত্তা, রূহ ও দেহের দ্বন্দ্ব, রূহের মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে এত দীর্ঘ আলোচনা করতে বাধ্য হলাম। এ বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও কুরআন-হাদিস সম্মত সিদ্ধান্ত এটাই যে রাসূল (সা)-এর দেহ মুবারক আর সব মানুষের মতোই মাটির তৈরি। কিন্তু তাঁর রূহ সকল মানুষের রূহের তুলনায় অনেক অনেক উন্নত। নবুওয়ত ও রিসালাতের মর্যাদার কারণে সকল নবী ও রাসূলই অন্য সকল মানুষের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে। আর শেষ নবী ও বিশ্বনবী হিসাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) মর্যাদা সকল নবী এবং রাসূলের ওপরে।

মানুষের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষকেই নবী ও রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। দৈহিক দুর্বলতা, রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি যদি রাসূল (সা)-এর দেহে না থাকতো তাহলে তাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা অসম্ভব মনে করে মানুষ ইসলামের বিধান পালন করার হিম্মতই করতো না।

নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে (রূহকে) দু'টো জিনিস দান করেছেন। একটি হলো গোটা সৃষ্টিজগৎ। অপরটি হলো এ সৃষ্টিলোককে ব্যবহার করার যোগ্য একটা হাতিয়ার। মানব দেহই হলো ঐ হাতিয়ার।

সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, '(হে মানব জাতি) তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরই জন্য দুনিয়ার সব জিনিস পয়দা করেছেন।' মানুষকে সৃষ্টি জগতকে ব্যবহার করার জন্য সকল রকম যোগ্যতা দান করেছেন। তাই মানুষই বিজ্ঞানচর্চা করে সৃষ্টি জগতকে কাজে লাগাচ্ছে। ফেরেশতা ও জিন জাতিকে এ যোগ্যতা দান করেননি। জ্ঞান আহরণ ও তা বাস্তবে প্রয়োগের যোগ্যতার কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা। মানুষ তিনটি উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করে থাকে। এসব উৎস আল্লাহরই দান। প্রথমত, ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাথমিক সীমিত কিছু জ্ঞান অর্জিত হয়। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধি মানুষকে অফুরন্ত জ্ঞান আহরণের সুযোগ দান করে। সাধনা ও গবেষণার কোন এক পর্যায়ে মানুষ কখনো কখনো বুদ্ধির নাগালের বাইরেও জ্ঞান লাভ করে। এটি তৃতীয় উৎস। এ উৎসটিকে আরবিতে ইলহাম বলা হয় এবং ইংরেজিতে Intuition বলে। বাংলায় কোন সন্তোষজনক শব্দ পাইনি। অভিধানে সংজ্ঞা লিখেছে। প্রজ্ঞাও বলা যেতে পারে।

এসব উৎসের মাধ্যমে যে জ্ঞান আহরিত হয় তা নির্ভুল দাবি করার সাধ্য কারো নেই। মানবজাতির তিক্ত অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে যে মানুষের অর্জিত জ্ঞানের নির্ভুল হওয়ার নিশ্চয়তা নেই।

www.amarboi.org

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং একমাত্র তাঁর জ্ঞানই নিশ্চিত রূপে নির্ভুল। তা না হলে তাঁর সৃষ্টজগত অচল হয়ে পড়তো। তিনি নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী না হলে তাঁর পক্ষে এ বিশ্ব সৃষ্টি করাই সম্ভব হতো না। তিনি নবী ও রাসূলের নিকট ওহির মাধ্যমে নির্ভুল জ্ঞান দান করেন। তাই একমাত্র নবী ও রাসূলের নিকট প্রেরিত জ্ঞানই নির্ভুল।

মানুষের জন্য অপরিহার্য মৌলিক জ্ঞান

জ্ঞান আহরণের যেসব ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়েছে তা অফুরন্ত এবং সকল সৃষ্টিকে কাজে লাগাবার যে অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে তার সম্ভাবনাও অসীম। কিন্তু সংগত কারণেই মানুষ অনেক মৌলিক জ্ঞান অর্জনের সামান্য সাধ্যও রাখে না। অথচ ঐ সব জ্ঞান মানুষের জন্য অপরিহার্য।

১. স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি অসম্ভব। মানুষ ও বিশ্বের স্রষ্টা কে? তার সঠিক পরিচয় কি? তাঁর সাথে মানুষের কেমন সম্পর্ক? এ সম্পর্কের কোন প্রয়োজন আছে কিনা?

২. দেহের মৃত্যুর সাথে সাথেই কি মানব জীবন শেষ হয়ে যাবে? মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা কি?

৩. যিনি মানুষকে দৈহিক ও মানসিক এত শক্তি দান করলেন এবং তাকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে চেতনা দান করলেন, তিনি কি কোন সময় এতটুকু কৈফিয়ত তলব করবেন না যে নৈতিক চেতনা থাকা সত্ত্বেও এবং যা ভাল তা করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তুমি মন্দ কাজ কেন করলে?

৪. মানুষকে নৈতিক জীব হিসেবে গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা কেমন হওয়া প্রয়োজন?

৫. মানুষে মানুষে কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত। বিভিন্ন দল, সম্প্রদায়, জাতি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হলে সবাই শান্তি পাবে?

এসবগুলো এমন মৌলিক জ্ঞান যার অভাবে মানবজাতি অশান্তি, বিশৃংখলা এবং ফিতনা-ফাসাদে নিমজ্জিত হতে বাধ্য।

এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান মানুষ চেষ্টা-সাধনা করে হাসিল করতে অক্ষম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক ঐসব বিষয় মানুষের নাগালের বাইরে। বিজ্ঞান বস্তুত বস্তুগত শক্তি (Matter and material Energy) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। উপরোক্ত ৫টি মৌলিক বিষয় চর্চা করার সাধ্য বিজ্ঞানের নেই। মানুষ তার মেধা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা থেকে ঐসব বিষয়ে যে জ্ঞানচর্চা করে তা যে নির্ভুল হয় না সে কথা মানব জাতির দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাইরে মানুষ চিন্তা-গবেষণা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে জ্ঞান আহরণ করে সে বিষয়ে আধুনিক অমুসলিম বিশ্ব জার্মান দার্শনিক হেগেলের

www.amarboi.org

দ্বন্দ্ববাদের মতবাদ মেনে নিয়েছে। মানুষ গবেষণা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছলে ঐ মতবাদ অনুযায়ী তা 'থিসিস' হিসেবে গণ্য হয়। ঐ সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করলে কতক ভুলভ্রান্তি অবশ্যই ধরা পড়বে। তারা এসব ভুলভ্রান্তির নাম দিয়েছে এন্টিথিসিস। ভুলভ্রান্তি সংশোধন করার পর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তার নাম রেখেছে সিনথিসিস। সিনথিসিসটি যখন প্রয়োগ করা হয় তখন সেটাই আবার থিসিস হিসেবে গণ্য হয়। আবার কতক এন্টিথিসিস দেখা দেয়। তা আবার সংশোধন করে সিনথিসিসে পৌঁছতে হয়।

হেগেলের মতে মানব সভ্যতা এভাবেই ভুল করে করে সংশোধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলছে। অর্থাৎ মানবজাতি ঐসব মৌলিক বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত অবস্থায় অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে খেয়েই এগিয়ে চলছে। এ থেকে মুক্তির কোন পথ বস্তুবাদী সভ্যতার ধারকদের পক্ষে হজম করার যোগ্যতা নেই। কারণ তারা বস্তুর উর্ধ্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকারই করে না। তাই তারা, আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়।

বিজ্ঞান ও ওহির জ্ঞানে পার্থক্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুকে ব্যবহার করার যোগ্য বানায়। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা উচিত তা শেখাবার দায়িত্ব বিজ্ঞানের নয়। এককালে বিজ্ঞান লোহাকে ছুরি বানিয়ে মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। কেউ ছুরিকে ভাল কাজে ব্যবহার করে, আবার কেউ ডাকাতির কাজে ব্যবহার করে। কি কাজে ব্যবহার করা উচিত বিজ্ঞান সে বিষয়ে শিক্ষা দেয় না। এটা বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্রের বাইরের বিষয়। ইতিপূর্বে বিজ্ঞান বন্দুক তৈরি করে দিয়েছে। কেউ এ অস্ত্র সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার করছে। এর জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়। এ যুগে বিজ্ঞান আনবিক শক্তিকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছে। এ শক্তিকে গড়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত তা শেখাবার দায়িত্ব বিজ্ঞান পালন করে না।

মানবদেহে অনেক রকম শক্তি রয়েছে। কথা বলার শক্তি, দেখার শক্তি, যৌনশক্তি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি অগণিত শক্তি মানুষকে দেয়া হয়েছে। চিন্তা-গবেষণা করে এসব শক্তি প্রয়োগের যোগ্যতাও বৃদ্ধি করা যায়।

কিন্তু এসব শক্তি কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার শিক্ষা মানুষ কোথায় পাবে?

ভাল ও মন্দ, উপকারী ও ক্ষতিকর, কল্যাণময় ও অনিষ্টকর ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে ছাড়া বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের আর কোন উপায় নেই। এ সম্পর্কে মানব

www.amarboi.org

জাতির মধ্যে যতটুকু জ্ঞান রয়েছে তা সম্পূর্ণই নবী-রাসূলগণের শিক্ষার অবদান। প্রথম মানুষটিই নবী ছিলেন। যুগে যুগে নবীগণের আগমন হয়েছে। তাদের সকল শিক্ষা বাস্তবে গ্রহণ করা না হলেও যতটুকু নৈতিকতাবোধ, কল্যাণ চেতনা ও সৎ উদ্দেশ্য মানবসমাজে চালু আছে তা সবই নবীদের অবদান। তাই আমরা নিশ্চিত করেই বলতে পারি : The function of Science ends, where the function of prophets starts. বিজ্ঞান মানুষের হাতে বস্তুশক্তি তুলে দেয়। নবী ঐ শক্তি ব্যবহার করার নৈতিক সীমা নির্ধারণ করেন। বিজ্ঞানের শিক্ষা যেখানে শেষ, নবীর শিক্ষা সেখান থেকেই শুরু। নবীর শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণেই বিজ্ঞানের উন্নতি মানব জাতির দুর্গতি বাড়িয়েই চলেছে।

উপরোক্ত মৌলিক প্রশ্নের জওয়াব কে দেবে?

যে কোন নিষ্ঠাবান, বিবেকবান ও সত্যসন্ধানী একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে ওপরে উল্লেখিত পাঁচটি মৌলিক প্রশ্নের বিশুদ্ধ সঠিক ও নির্ভুল উত্তর দেবার সাধ্য কোন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের নেই। এ সবের সুস্পষ্ট জ্ঞান একমাত্র স্রষ্টার আয়ত্তেই রয়েছে। তাঁর কাছ থেকে সরাসরি যাদের নিকট জ্ঞান আসে তাঁরা ছাড়া আর কেউ সঠিক জওয়াব দিতে সক্ষম নয়।

প্রথম প্রশ্নটি স্বয়ং স্রষ্টা সম্পর্কে। স্রষ্টা তো আকাশ থেকে আওয়াজ দিয়ে মানুষকে ডেকে বলে দেননি যে তোমরা মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে মেনে নাও। অথচ রাসূল (সা)-ই মানুষকে ডেকে আল্লাহকে চিনতে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলী এবং মানুষের সাথে আল্লাহর কি ধরনের সম্পর্ক থাকা উচিত এ সবই রাসূল (সা) থেকে জানা সম্ভব হয়েছে।

তাঁকে এ দাবি করতে হয়েছে যে 'আমি আল্লাহর রাসূল, আমাকে রাসূল হিসেবে স্বীকার কর।' এ রকম দাবি করা বড়ই কঠিন কাজ। এ দাবি করার পর মানুষের নিকট তা প্রমাণ করার জন্য তিনি কোন অলৌকিক ঘটনার সাহায্য নেননি। নবুওয়তপূর্ব চল্লিশ বছরের সর্বজন প্রশংসিত গুণাবলীই তাঁর দাবির সত্যতা প্রমাণ করেছে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজেদের পার্থিব ক্ষুদ্র স্বার্থে বশীভূত হয়ে তাঁর দাবিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর গুণাবলীর নিকট তারা পরাস্ত হয়েছে।

ওহির মাধ্যমে প্রেরিত ইলমই তাঁর শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার ছিল। তিনি ২৩ বছরের নবুওয়তী জীবনে ঐ সব প্রশ্নেরই অত্যন্ত সন্তোষজনক, যুক্তিপূর্ণ, বিবেকসম্মত ও হৃদয়গ্রাহী জওয়াব দিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতে সর্বকালের সকল দেশের মানুষের জন্য এমন এক মানবগোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যা শ্রেষ্ঠ মডেল হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত।

www.amarboi.org

তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক

প্রত্যেকেই নিজের সঠিক কল্যাণ কামনা করে। এমন কোন মানুষ নেই যে নিজের জন্য অশান্তি ও দুঃখ চায়। সব সময় ও সব অবস্থায়ই মানুষ সুখ-শান্তি পেতে চায়। আমি যখন নিজের কথা চিন্তা করি যে আমার জীবনে রাসূল (সা)-এর প্রয়োজন কতটুকু তখন হিসাব মিলাতে যেয়ে দেখি যে, আমার জন্ম থেকে মৃত্যু, কবর, বারযাখ, হাশর-সর্বত্রই তিনি অত্যাবশ্যক।

জন্মের পর থেকেই আমার পিতামাতা ও দাদা-দাদী আমার প্রতি কি কি দায়িত্ব পালন করবেন তা একমাত্র তিনিই শিখিয়েছেন। আমার জীবনকে গড়ে তোলার জন্য মুরুব্বিগণ যাতে সঠিক পদক্ষেপ নেন এবং কোন ভুল না করেন সে বিষয়ে আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশ তাঁরই মাধ্যমে জানতে পেরেছেন।

যখন আমার বুঝবার বয়স হয়েছে তখন থেকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের অনন্তকালের জীবনে সাফল্যের জন্য প্রতিদিনের ২৪ ঘন্টার রুটিন তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ও চিন্তাশক্তি কিভাবে ব্যবহার করবো তা একমাত্র তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন। আমার স্নেহ-মমতা, আবেগ-উচ্ছাস এবং ক্রোধ ও ঘৃণা কোথায় কিভাবে প্রয়োগ করবো তা তিনি ছাড়া আর কে শিক্ষা দিতে পারেন? আমার গোটা জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত সবক্ষেত্রে, সব ব্যাপারে, সব সময় তাঁর শিক্ষাই একমাত্র কল্যাণকর। মৃত্যুর পর কবরেও তিনিই আমার সম্বল। তাঁর সম্পর্কেই আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে তাঁকে চিনি কিনা। তাঁকে অনুসরণ করেছি কিনা সেটাই আল্লাহ দেখবেন। ফেকাহর ইমাম, আকায়িদের ইমাম বা অন্য কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করেছি কিনা সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

হাশরের ময়দানে ভয়ংকর কঠিন সময়ে চরম পিপাসার্ত অবস্থায় হাউজে কাউসারের পানি ছাড়া তৃষ্ণা দূর করার কোন উপায় থাকবে না। এ পানি সরবরাহ করার পূর্ণ ইখতিয়ার থাকবে রাসূল (সা)-এর হাতে। তাই হাশরের ময়দানেও তিনিই একমাত্র সহায়।

আদালতে আখিরাতে বিচারের মহাদরবারে যদি রাসূল (সা)-এর শাফায়াত নসীব হয় তাহলে আর কোন বিপদের আশংকাই থাকবে না। এভাবে আমি যতই হিসাব করি ততই অন্তর দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ তায়ালার পর দুনিয়া ও আখিরাতের সকল মনযিলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার জীবনে অত্যাবশ্যক। অথচ তিনি আর সব মানুষের মতোই বস্তুগত দেহের অধিকারী একজন মানুষ।

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালার আজব হিকমত

আল্লাহ তায়ালা মাটির তৈরি একজন মানুষকে এতবড় পজিশন দিলেন বলেই তিনি উলুহিয়্যাতে শামিল হয়ে যাননি। তিনি তো পিতামাতার মাধ্যমেই দুনিয়ায় এলেন। হযরত ঈসা (আ) পিতা ছাড়াই পয়দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি মানবসত্তার ঊর্ধ্বে উঠে যাননি বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আদম (আ) তো পিতামাতা ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর হুকুমে তৈরি হয়েছেন। তাই বলে কি তিনি উলুহিয়্যাতে শামিল হয়ে গেলেন?

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকে নূর থেকে এবং জিনকে নার (আগুন) থেকে পয়দা করেছেন। মাটির তৈরি আদমকে সিজদা করতে নূরের তৈরি ফেরেশতারা আপত্তি তোলেননি। অথচ আগুনের তৈরি ইবলিস আদম থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে সিজদা করতে অস্বীকার করলো।

আল্লাহ তায়ালা মাটির তৈরি মানুষকে খিলাফতের মহান দায়িত্ব দিয়ে ফেরেশতা ও জিনের চেয়েও বড় মর্যাদা লাভের সুযোগ করে দিলেন। আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাটির দেহবিশিষ্ট রাসূল (সা)-কে মিরাজে আল্লাহর এতটা সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন যেখানে নূরের তৈরি জিবরাইল (আ)-কেও পৌঁছার অনুমতি দিলেন না। গুনাহ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মাটির মানুষ আল্লাহর খলিফা হওয়ার দায়িত্ব পালন করলে মানুষ যে ফেরেশতার চেয়েও উন্নত মর্যাদা পেতে পারে তাই মেরাজের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।

ফেরেশতাদের তো আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ইখতিয়ারই নেই। তাই তারা যতই আল্লাহর আনুগত্য করুক এতে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। আগুনের তৈরি জিনের মধ্যে অহংকারের প্রবণতা এতটা প্রবল রয়েছে যে ইবলিস আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ফেরেশতার মর্যাদা পাওয়া সত্ত্বেও দম্ভের সাথে আল্লাহর হুকুম অমান্য করলো। আর আদম ইবলিসের ধোকায় পড়ে আল্লাহর নাফরমানী করে ফেলার সাথে সাথেই অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলেন। তিনি প্রমাণ দিলেন যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার নিয়তে তিনি নিষিদ্ধ ফল খাননি। বেহেশতে চিরস্থায়ী হবার লোভে ইবলিসের প্ররোচণায় ঐ ভুল করে ফেললেন। কুরআনে আল্লাহ নিজেও স্বীকার করেছেন যে আদম ইবলিসের ধোকা থেকে আত্মরক্ষায় দৃঢ়তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা নিজেই আদমকে তাওবার বাক্য শিক্ষা দিলেন এবং তাওবা কবুল করলেন।

এভাবেই এ কথা প্রমাণ হলো যে আল্লাহর খলীফা হওয়ার যোগ্যতা আদমের মধ্যেই রয়েছে, ইবলিসের মধ্যে নেই।

www.amarboi.org

রাসূল (সা)-এর সাথে মুমিনের সম্পর্ক

কালেমায়ে তাইয়েবা বেহেশতে যাবার কোন সস্তা জাদুমন্ত্র নয়। এর মাধ্যমে মুমিন তার জীবনের দু'দফা নীতি ঘোষণা করে (Two point policy declaration)। দফা দু'টো হলো :

১. আমি একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলবো এবং তাঁর হুকুমের বিপরীত আর কারো হুকুম মানব না। আল্লাহ আমার একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু। আর সকল হুকুমকর্তার হুকুম পালন করব যদি আল্লাহর হুকুমের বিরোধী না হয়।

২. আমি আল্লাহর প্রতিটি হুকুম তেমনিভাবে পালন করবো যেভাবে রাসূল (সা) পালন করে দেখিয়েছেন। রাসূলের শেখানো তরীকা (নিয়ম-পদ্ধতি) ছাড়া আর কারো তরীকা গ্রহণ করবো না। রাসূল (সা)-ই একমাত্র আদর্শ নেতা এবং অনুকরণ ও অনুসরণের যোগ্য।

রাসূল (সা)-ই আল্লাহর বাণী আমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর সঠিক পরিচয় তাঁর মাধ্যমেই পাওয়া গিয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাই তিনি বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে, এমন প্রত্যেক লোকের জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা করে এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে।' (সূরা আহযাব-২১ আয়াত)

তাই মুমিনের সাথে রাসূল (সা)-এর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও গভীর হতে হবে। তিনি জীবনের ছোট-বড় সকল ব্যাপারেই মুমিনের জন্য মডেল। আদর্শ বইতে লেখা অক্ষর দেখে দেখে যেমন হাতের লেখা সুন্দর করতে হয়, তেমনি আদর্শ মানুষ রাসূল (সা)-এর জীবনকে নকল করেই সুন্দর চরিত্রের মানুষ হতে হবে।

কোন অজুহাত তোলার সুযোগ নেই

যারা রাসূল (সা)-এর দেহ নূর দিয়ে তৈরি বলে দাবি করেন তারা মানুষের জন্য বিরাট অজুহাত সৃষ্টি করে দিলেন। 'রাসূল তো নূরের তৈরি, আমরা মাটির তৈরি সাধারণ সৃষ্টি। আমাদের পক্ষে রাসূলকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা অসম্ভব'- এ চমৎকার অজুহাতটি তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হলো।

রাসূল (সা)-এর দেহ আমাদের মতো মাটির দেহ বলে বিশ্বাস না করলে তাঁকে আদর্শ মানুষ হিসেবে মেনে চলা সম্ভব বলে কেউ মনে করবে না।

রাসূল (সা)-কে মেনে চলা অসম্ভব মনে করার কোন সুযোগ আল্লাহ রাখেননি। তিনি জন্মের পূর্বেই পিতাকে হারালেন। ৫/৬ বছর বয়সেই মায়ের

www.amarboi.org

আদর-যত্ন থেকে বঞ্চিত হলেন। প্রথমে তাঁর যে দাদা এবং পরে তাঁর যে চাচার ঘরে তিনি লালিত-পালিত হলেন তারা মোটেই স্বচ্ছল ছিলেন না। তাহলে শিশু মুহাম্মাদের চেয়ে অসহায় ইয়াতীম আর কে?

হযরত খাদিজার (রা) সাথে বিয়ের পর কিছুটা স্বচ্ছল হলেও নবুওয়ত লাভের পর তাঁর স্ত্রীর সম্পদও নিঃশেষ হয়ে যায়। মাদানী যুগের শেষ দিকে সাহাবায়ে কিরামের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও রাসূল (সা) নিজের পরিবারকে স্বচ্ছল করেননি। তাঁর স্ত্রীগণ স্বচ্ছলতার দাবি জানালে তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন যে যারা দুনিয়ার সুখ-সুবিধা চান তারা কিছু সম্পদ নিয়ে চলে যেতে পারেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হিসেবে তাঁর সাথে থাকতে চাইলে স্বচ্ছলতার দাবি ত্যাগ করতে হবে। তাঁরা সে দাবি ত্যাগ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'রাসূল (সা) কোন দিন দু'বেলা তৃপ্তির সাথে আহার করেননি। সংসারে এমন অভাব থাকতো যে বহুদিন পাক-শাকই হতো না।' তাহলে দারিদ্র্যের অজুহাতে রাসূল (সা)-এর অনুসরণ না করারও কোন সুযোগ নেই। রাসূল (সা)-এর দেহ যদি নূরের তৈরি হতো তাহলে তাঁর দেহ দুশমনদের পাথরের আঘাত কেমন করে আহত করতে পারলো? নবুওয়তের নূর আলাদা জিনিস। রাসূল (সা)-এর দেহসত্তাকে নূরের তৈরি বলা কুরআনের সুস্পষ্ট খেলাফ।

রাসূল (সা)-কে সবচাইতে বেশি ভালবাসতে হবে কেন?

ভালবাসার পরিচয় এটাই যে যাকে ভালবাসা হয় তার অপছন্দনীয় কিছুই করা হয় না। যা করলে ভালবাসার পাত্র খুশি হয় তাই করা হয়ে থাকে।

এ সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ ও রাসূল (সা)-কে আর সবকিছু থেকে অধিক ভালবাসতে হবে। দুনিয়ার যত মানুষ, বিষয় ও বস্তুকে মানুষ স্বাভাবিকভাবে ভালবেসে থাকে সে সব থেকে আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে বেশি ভালবাসতে না পারলে ঈমানের দাবি অগ্রাহ্য বলে সূরা আত-তাওবার ২৪ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূল (সা) সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছে বলে গণ্য হবে না, যদি আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হই।'

আমার ব্যক্তিগত স্বার্থেই তাঁকে সবচাইতে বেশি ভালবাসা কর্তব্য। এই একজন মানুষই তো আমার জীবনে-মরণে, কবরে, হাশরে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। কোন সময় এবং কোন অবস্থায়ই তাঁকে ছাড়া আমার চলে না। তাই আল্লাহর সাথে সাথে আল্লাহর রাসূল (সা)-ও আমার জীবনে সব সময় অত্যাবশ্যক।

www.amarboi.org

অধ্যাপক গোলাম আযমের মহতী প্রচেষ্টা

অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর রচিত নিম্নলিখিত পুস্তিকা ব্যাপকভাবে জনগণের নিকট পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে অতি অল্প মূল্যে বিতরণ করছেন।

১.	বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি	৩ টাকা
২.	আসুন আল্লাহর সৈনিক হই	৩ টাকা
৩.	মনটাকে কাজ দিন	৩ টাকা
৪.	ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীন	৩ টাকা
৫.	ইসলাম ও গণতন্ত্র	৩ টাকা
৬.	দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা	৩ টাকা
৭.	সহী ইলম ও নেক আমল	৩ টাকা
৮.	মযবুত ঈমান	৩ টাকা
৯.	আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি	৪ টাকা
১০.	জীবন্ত নামায	৫ টাকা

এ সব বই বাজারে পাওয়া যায় না। লেখকের নিকট থেকে শুধু সংগঠনের পক্ষ থেকে আসলে দেয়া হয়।

আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২ কাজী অফিস লেন
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭